ফিরে এসো তাওবার পথে

সাইয়্যেদা হাবীবা

প্রকাশনায়:
কাতেবিন
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার
০১৯৭৬৫৯৯৩২৪

প্রথম প্রকাশ
মে : ২০২৩

© লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায় : কাতেবিন প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা),
০১৯৭৬৫৯৯৩২৪
fb.com/Katebeen.bd
Email : katebeenprokashon@gmail.com

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
কাতেবিন

নামলিপি
আলিনুর ইসলাম

মুদ্রিত মূল্য : ২০০/-

Fere Asho Tawbar Pothe. by Sayyida Habiba, Published by Katebeen Prokashon. Price: 200 tk

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ...

যে মানুষ দুটির হাজারও ত্যাগের বিনিময়ে আমি পৃথিবীর আলো দেখিছি! যারা আমাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিঃস্বার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সত্যিই কি কোন কিছুর বিনিময়ে এই মানুষ দুটির ঋণ শোধ করা যায়!? হয়ত না।

আমার প্রাণপ্রিয় সেই পিতা-মাতার দীর্ঘ নেক হায়াতের জন্য দোয়া কামনা করছি...।

-সাইয়্যেদা হাবীবা

লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলে কারিম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবাগণের উপর ।

রাসুল সা. বলেছেন-

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً.

আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছে দাও ।[১]

হঠাৎ এক সুন্দর মুহূর্তে এই হাদিসটি আমার মনে রেখাপাত করল।

ইচ্ছে হলো কিছু লেখার, কিন্তু কী লিখবো..! এ নিয়ে পড়ে গেলাম বেশ দ্বিধায়। এছাড়া কাগজে কলমে কিছু লিখলেই তো একটা বই হয়ে যায় না। এর জন্য করতে হবে প্রচুর পরিশ্রম এবং অনেক ঝুট-ঝামেলাও পোহাতে হবে। মনে হলো আমার পক্ষে বুঝি তা কখনোই সম্ভব হবে না।

অবশেষে সব চিন্তা এক জায়গায় রেখে দিয়ে হাতে কলম তুলে নিলাম। ভাবলাম, আগে তো লিখি, পরের চিন্তা না হয় পরেই দেখা যাবে।

ছোট্ট বেলা থেকেই বই পড়ার নেশাটা অবশ্য কম ছিলো না। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকেও লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ায় মগ্ন হয়ে যেতাম। মাদরাসায় কোন ছাত্রীর কাছে বই আছে! কার বাড়িতে বই আছে, এসব খোঁজ আমার সবসময় ছিলো, এ নিয়ে মাঝে মাঝে বকাও খেতে হয়েছে বাড়ির বড়দের, তবে কখনোই পিছিয়ে যাইনি...!

যখন লেখায় মনোযোগী হলাম, তখন থেকে খুব ভালো করেই বুঝলাম, একটা ভালো বই একটা মস্তিষ্ককে কতটা সুস্থ রাখতে পারে। জ্ঞান অর্জনের জন্য বইয়ের চেয়ে বিকল্প দ্বিতীয় কোন পথ খোলা আছে কি না, জানা নেই।

অতঃপর... আলহামদুলিল্লাহ অনেক চেষ্টা সাধনার পরে আমি বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারছি, এর জন্য অবশ্য আমার চেষ্টার পাশাপাশি বইটির শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও চেষ্টা কম ছিলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক উনাদের উত্তম জাঝা দান করবেন... ইনশাআল্লাহ।

---

১. সহীহ বুখারী : ৪/১৭০, হাদীস নং-৩৪৬১ ।

বইটিতে কুরআনের বিশেষ কিছু আয়াত অনুবাদসহ দেওয়া হয়েছে, শিক্ষণীয় বেশ কয়েকটি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদিসও রয়েছে। ঘরোয়াভাবে তালিমের জন্য বইটি বেশ উপযোগী হবে বলে আশা রাখছি।

আমার বিশ্বাস 'ফিরে এসো তাওবার পথে' বইটি পড়ে পাঠকমহল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

মানুষ হিসেবে ভুল -ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়!

অনেক চেষ্টা করেছি বইটি ত্রুটি মুক্ত করার। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি পড়লে তা জানানোর অনুরোধ করছি। পরবর্তীতে ভুলগুলো যথাসাধ্য শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- আমার যে যোগ্যতা... তা দিয়ে বই লেখার বিষয়টি কল্পনা ছিলো, তবে কিছু প্রিয়জনের উৎসাহ আমার আগ্রহ এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। কি করে সেই দীনি বোনদের ঋণ আমি শোধ করবো!? যারা আমাকে বিনা পরিশ্রমে এবং নিঃস্বার্থে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করার পাশাপাশি বইটির শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেও পরিচয় দিয়েছেন। সত্যিই কোনভাবে প্রিয় সেই মানুষগুলোর ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না।

রব্বে কারিম যদি কেয়ামতের দিনে এই বইটির কিছু নাজরানা আমায় পেশ করেন, তবে অবশ্যই আপনারাও সেই নাজরানায় সমান অংশীদার হিসেবে গণ্য হবেন ইনশাআল্লহ।

আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র এই কাজগুলোকে অনন্ত জীবনে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন।

আমীন।

-সাইয়্যেদা হাবীবা

সম্পাদকের কথা

উলামায়ে কেরাম ও সূফিয়ানে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, ইসলাহে নাফস ও আত্মার সংশোধনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে তাওবা করা। তবে আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, পরিপূর্ণ তাওবা কাকে বলে? কখন বলা যাবে যে, আমি 'মুকাম্মাল' তাওবা করেছি বা আমার তাওবা এখন পূর্ণতা লাভ করেছে?

সুতরাং তাওবা করার সময় যদি ভবিষ্যতে গুনাহটি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে, গুনাহটি না করার ইচ্ছাও পরিপূর্ণ থাকে এবং গুনাহের উপকরণ থেকে দূরে থাকারও মন-মানসিকতা থাকে, পাশাপাশি পেছনের গুনাহসমূহের উপর লজ্জা ও অনুশোচনাও থাকে, তাহলেই তার তাওবা 'মুকাম্মাল' ও সহিহ হয়ে যাবে।

আর আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে স্বীয় ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকির দান করেন এবং সেও ইসলাহের নিয়তে উলামায়ে কেরামের খেদমতে হাজির হয়, তখন প্রথমেই তারা তাকে তাওবার তালকীন করেন, উৎসাহ দেন, যেন সে খাঁটি তাওবার মাধ্যমে পিছনের সব গুনাহের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পুতপবিত্র করে নেয়। এভাবে তাওবার মাধ্যমে যখন সে নতুন জীবন শুরু করবে, তখন তার উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত নাজিল হবে। এজন্যই তাওবার এত গুরুত্ব এবং তাওবাই হচ্ছে ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধির প্রথম সিঁড়ি।

তাওবা মূলত দু'প্রকার- ১. ইজমালি। ২. তাফসিলি।

১. ইজমালি তাওবা হলো একসঙ্গে পেছনের সব গুনাহ থেকে তাওবা করা। অর্থাৎ প্রথমে দু'রাকাত 'সালাতুত তাওবা' পড়ে এভাবে দোয়া করবে যে- 'হে আল্লাহ! জীবনে আমার যত গুনাহ হয়েছে, যত ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটেছে, সমস্ত কিছু থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ! আমি তাওবা করছি, ইস্তিগফার করছি, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি যে, বাকি জীবনে কখনও কোন গুনাহ করবো না। আপনি কবুল করুন এবং তাওফিক দান করুন, আমিন।'

এটা হলো ইজমালি তাওবা, যা ইসলাহে নফসের প্রথম কাজ।

২. আর তাফসিলি তাওবা হলো, প্রতিটি গুনাহ থেকে আলাদা আলাদা তাওবা করা। এই তাওবার নিয়ম হলো, যে গুনাহ থেকে তাওবা করা হচ্ছে, যদি তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা। যেমন কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছে; এখন ক্ষতিপূরণ না করে বসে বসে তাওবা করছে। এমন তাওবা কীভাবে কবুল হতে পারে! আগে তো সম্পদ ফেরত দিতে হবে, কিংবা যার সম্পদ, তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, তারপর তাওবা করতে হবে। তদ্রূপ কাউকে কষ্ট দেওয়া; মাফ চেয়ে নেয়ার মাধ্যমে যার ক্ষতিপূরণ হতে পারে। এটা না করে শুধু তাওবা করা যথেষ্ট নয়।

মোটকথা, অনুতপ্ত মনে একবার যদি একনিষ্ঠভাবে তাওবা হয়ে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ ওই গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং আমলনামা থেকে মুছে দেওয়া হবে। তাওবার উপর অবিচলতা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। তবে তাওবা করার পর যদি অন্তরে উৎকণ্ঠা এবং দ্বিধা-সংশয় আসে যে, পুনরায় গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যেতে পারি! তাহলে এর জন্য আল্লাহর কাছেই দোয়া করতে হবে যে- হে আল্লাহ! তাওবা তো করেছি, কিন্তু আপনার তাওফিক ছাড়া তাওবার উপর অবিচল থাকার শক্তি আমার নেই। দয়া করে, অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে অবিচলতা দান করুন।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করেছেন যে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيْنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ، لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের কলব, আমাদের ভাগ্য এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনারই কুদরতি হাতে, আমাদের আপনি এর কোন কিছুরই মালিক বানাননি। আমাদের সঙ্গে এই যখন আপনার আচরণ, আপনিই আমাদের অভিভাবক হন এবং আমাদের সোজা-সরল পথে পরিচালিত করুন।

সুবহানাল্লাহ! কতটা আবেগপূর্ণ দোয়া। এ দোয়াতে আছে স্বান্ত্বনা ও তাসাল্লি! এমন দোয়া কী রব কখনও ফিরিয়ে দিতে পারেন?!

অতএব, প্রিয়নবী যেভাবে শিখিয়েছেন, সেভাবেই আমরা মহান আল্লাহর কাছে কায়োমনবাক্যে প্রার্থনা করবো ইনশা আল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাওলানা মুফতি
-সিফাত মাসরূর

সূচীপত্র

আল্লাহ কত মহান! ৮
জাহান্নামের শাস্তি ২৪
জান্নাতের নেয়ামত ৩৩
জান্নাতুল ফেরদাউস ৩৭
চোখের পানির মূল্য ৫২
উপহাস ও ঠাট্টা, বিদ্রুপ : করণীয় ও বর্জনীয় ৫৬
নামাজ ৫৯
চোগলখোরীর ভয়াবহতা ৬৬
অহংকার ৬৮
হিংসা ৭২
গীবত নিয়ে কিছু কথা ৭৫
মিথ্যা, সুদ, ঘুস ও ব্যভিচার : পাপাচারের শাস্তি ৭৮
পর্দা : নারীর ভূষণ ৮৪
পর্দা : নারীর মর্যাদার প্রতীক ৮৮
এক বেপর্দা মহিলার শাস্তি ৯৪
উম্মতে মুহাম্মাদির মর্যাদা ৯৮
কোরআনের মো'জেজা ১০৩
এখনো সময় আছে ফিরে আসার ১০৫
তাওবার হাকিকাত ১০৮
শেষ কথা ১১০
মুসলমানের দিনরাত ১১০

আল্লাহ কত মহান!

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কত মহান, তা আমাদের কল্পনাতীত। তিনি আমাদের যে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর অপার অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার বহিঃপ্রকাশ। তিনি আমাদের সব গোপনীয় কাজ জানেন, দেখেন এবং শোনেন। যা অন্য কেউ অনুধাবন করতে পারে না। হয়ত আমাদের এমন অনেক গোপনীয় পাপ আছে, যা দুনিয়ার কোন মানুষ জানলে ঘৃণা করতো, দূরে সরিয়ে দিত, আমাদের গালমন্দ করত। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু দেখার পরও সে অনুযায়ী শাস্তি দেন না, আযাবও দেন না; বরং তিনি তো আমাদের তাওবা করে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

আমরা যতই গুনাহ করি না কেন, যদি একবার তার কাছে তাওবা করি, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাই এবং পুনরায় করব না বলে প্রতিজ্ঞা করি, তাহলে তিনি আমাদের সাথে সাথেই মাফ করে দেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে এ সম্পর্কে অনেক আয়াতই নাজিল করেছেন।

সমগ্র কুরআনই আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসার বাণীতে দীপ্তমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আসমান-জমিনের বাদশাহ; মহান অধিপতি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ.

(হে আমার বান্দাগণ) তোমরা কোথায় যাচ্ছো?[১]

যেমনিভাবে বাচ্চা বিগড়ে গিয়ে, মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেলে, মা তাকে বলে, 'বাবা! আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাচ্ছিস? কোথায় যাবি তুই আমায় ছেড়ে...?' তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে লাখো-কোটি গুণ বেশি ভালোবাসা নিয়ে বলছেন, 'বান্দা! তুমি কোথায় যাচ্ছো আমায় ছেড়ে? হে আমার প্রিয় বান্দারা! আমাকে ছেড়ে, আমরা রাস্তা থেকে সরে গিয়ে, আমার আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে তোমরা কোথায় শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছো...?"

১. সূরা তাকবীর: ২৬।

মহান আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন-

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

কত মহান আল্লাহ তায়ালা! তিনি শুধুমাত্র মুমিন-মুসলমানকে নয়, জমিনের সবাইকে উদ্দেশ্য করে যেন বলছেন- 'তুমি যে মদ পান করছো, তুমিও আমার বান্দা। তুমি যে ব্যভিচার করছো, তুমিও তো আমার বান্দা। তুমি ছিনতাই-ডাকাতি করেছ, তুমিও আমারই বান্দা। তুমি যে মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছ, সেই তুমিও আমারই বান্দা। তুমি যে মিথ্যা বলছো, তুমিও আমার বান্দা। তুমি নাচগানে মত্ত হয়ে আছো? তুমি যে আমারই বান্দা। তুমি যে হারাম রুজি কামাই করছো, সেই তুমিও আমারই বান্দা! আমি তোমাদেরকেও বলছি শোনো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু!

ভেবে দেখুন! কত মহান আমার আল্লাহ! অথচ যে সেজদায় পড়ে আছে, সেও তারই বান্দা। যে রাতে কান্না-কাটি করছে, সেও তারই বান্দা। যে প্রতিদিন রাতের আঁধারে কান্নায় বুক ভেজায়, সেও তাঁরই বান্দা। যে কিনা হালাল রুজি কামাই করছে, সেই মানুষটিও সে মহান আল্লাহরই বান্দা! কিন্তু কেবল তাদেরই তিনি রহমতের ছায়ায় থাকার জন্য আশ্বাসবাণী শোনাননি; বরং তাদেরও শুনিয়েছেন যাদেরকে আমরা দুনিয়ার বুকে খারাপ চোখে দেখি বা সমাজ যাদেরকে খারাপ বলেই স্বীকৃতি প্রদান করে।

অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে পাপকর্মে নিমজ্জিত করে রেখেছে, যার অবয়বে বিন্দু পরিমাণ শুভ্রতা নেই; বরং পুরো অবয়বই যেন কুচকুচে কালো; বদ

১. সূরা যুমার : ৫৩।